AQA

A-level
BENGALI

Paper 3 Listening Test Transcript

Tuesday 13 June 2023 Morning Time allowed: 2 hours 30 minutes

NOT TO BE OPENED UNTIL AFTER THE EXAMINATION

Enclosed is a copy of the transcript of the text of the Listening Test. This packet must not be opened until after the examination.

After the examination, the transcript should be kept for future use by teachers.

Section A

Listening Transcript

(2 minutes and 26 seconds: tracks 02–17)

Question 01 ১৪ ফেব্রুয়ারি

F2 বাংলাদেশে ১৪ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ দিন। এই দিনটিকে ভালোবাসা দিবস হিসেবে বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন কলামিস্ট শফিক রেহমান। বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির সভাপতি আবদুর রহিম জানান যে দেশে শুধুমাত্র এই দিনটিতেই পনেরো কোটি টাকার ফুল বিক্রি হয়। অধ্যাপক নাসরীনের মতে এই দিনটির উদ্‌যাপনের মূল প্রেরণা সংস্কৃতি হলেও এর পেছনে যেমন অর্থনীতি আছে তেমনি একটি রাজনৈতিক বিষয়ও রয়েছে। দেশে এক সময় ঘটা করে ১৪ ফেব্রুয়ারি স্বৈরাচার প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হলেও এখন সেটা তেমন একটা চোখে পড়ে না।

M2 ১৪ ফেব্রুয়ারিতে কেনাকাটার রঙে দেশের অর্থনীতিও রঙিন হয়ে ওঠে। ক্রেতাদের মধ্যে ফুলের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও দিনটিকে কেন্দ্র করে কিছু শুভেচ্ছা কার্ড, উপহারসামগ্রীরও কেনাবেচা হয়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মই বেশি উৎসাহী এই দিনটি পালনে। তবে এই উৎসবের আমেজ গ্রামাঞ্চলের চাইতে বড়ো বড়ো শহরেই চোখে পড়ে।

F2 আগে বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস ও বসন্ত উৎসব আলাদা দিনে পালিত হতো। এখন এই দিনে ভালোবাসা দিবসের পাশাপাশি সব ছাপিয়ে ব্যাপক পরিসরে বসন্ত উৎসব পালিত হয়। বাংলা ১৪২৫ সালেও বসন্ত উৎসব আয়োজন করা হয়েছিলো ভালোবাসা দিবসের একদিন আগে। সম্প্রতি বাংলা ক্যালেন্ডারের পরিবর্তনের ফলে দুটি উৎসবই এখন ১৪ ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছে। এই দিনটির প্রস্তুতি নিতে বাঙালিরা নিজের, পরিবারের সদস্য ও প্রিয়জনদের জন্য কেনাকাটা করেন। বসন্ত দিবস ও ভালোবাসা দিবস একই দিনে হওয়ায় বিশেষ করে পোশাক কিনতে গিয়ে ক্রেতারা হন বিভ্রান্ত! ভালোবাসা দিবসের নাকি বসন্তের, কোন ধরনের পোশাক পরবেন তাঁরা এই বিশেষ দিনটিতে?

(3 minutes and 01 second: tracks 18 – 34)

Question 02 টেলিভিশনে বিদেশি চ্যানেল

M1 যেসব বিদেশি চ্যানেল বিজ্ঞাপনসহ অনুষ্ঠান সরবরাহ করে, সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার টেলিভিশনে সেসব অনুষ্ঠানের সম্প্রচার নিষিদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের টেলিভিশনে বেশ কিছু বিদেশি চ্যানেল সম্প্রচারিত হতো, যেগুলোতে কম-বেশি বিদেশি বিজ্ঞাপন থাকতো। বিজ্ঞাপন ছাড়া টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচারকে বলা হয় 'ক্লিন ফিড'। ক্লিন ফিডে বিদেশি চ্যানেলের সম্প্রচার নতুন কোনো ধারণা নয়। বিজ্ঞাপনহীন না হলে অনেক দেশই বিদেশি চ্যানেল সম্প্রচার করে না। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল বিদেশি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আগে বিজ্ঞাপনগুলো বাদ দিয়ে বিদেশি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এই নিয়ম মেনে চীন অন্যান্য দেশের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করলেও আন্তঃদেশীয় দ্বন্দ্বের কারণে ভারতীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে না। বিদেশি চ্যানেলে বিভিন্ন বিদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে এবং সেসব পণ্য বাংলাদেশের বাজারেও বিক্রি হয়। সেসব পণ্যের বিজ্ঞাপন বাংলাদেশি চ্যানেলে দেন না পণ্য আমদানিকারকেরা। অবশ্য ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন বিকল্প মাধ্যম যেমন ইউটিউব, নেটফ্লিক্সসহ বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে দর্শক সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদেশি অনুষ্ঠানগুলো দেখার সুযোগ পাচ্ছে।

F1 বাংলাদেশের টেলিভিশন দর্শকেরা দেশি-বিদেশি দুধরনের অনুষ্ঠান দেখতেই কম-বেশি আগ্রহী। তাঁদের এই আগ্রহের বিবেচনায় বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো কোন চ্যানেলে কী ধরনের বিজ্ঞাপন দেবেন তা নির্ধারণ করে থাকেন। দর্শকদের তুলনামূলকভাবে বিদেশি চ্যানেলগুলো দেখার প্রবণতা বেশি হওয়ায় সেসব চ্যানেলের পণ্যের বিজ্ঞাপনগুলোর মাধ্যমে ক্রেতারা বিদেশি পণ্যের প্রতি এক ধরনের টান অনুভব করেন। এর পাশাপাশি বিদেশি চ্যানেলে পণ্যের বিজ্ঞাপনের কারণে সরকার বার্ষিক প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে। দেশে বিদেশি পণ্যের ব্যাপক প্রসার কমাতে এবং দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপনসহ বিদেশি চ্যানেল সম্প্রচার বন্ধের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিলো। একদিকে দেশি-বিদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন পেলে দেশি চ্যানেলগুলো আর্থিক সক্ষমতা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে সেই আর্থিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় অনুষ্ঠানগুলোকে আকর্ষণীয় ও মানসম্মত করা গেলে দর্শকদের দেশীয় চ্যানেলগুলোর প্রতি আগ্রহ বাড়বে বলে আশা করা যায়।

(2 minutes and 17 seconds: tracks 35–51)

Question 03 সামাজিক মাধ্যম ও আমরা

M1 মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সামাজিক মাধ্যমের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তাই এর প্রমাণ। কিন্তু যোগাযোগ ও বন্ধন এক নয়। সামাজিক মাধ্যম যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ যোগাযোগে কোনো বন্ধন তৈরি হচ্ছে না। বরং পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কের যে বন্ধন রয়েছে সেই বন্ধনকে দুর্বল করে তুলছে।

F2 আজকাল সামাজিক মাধ্যমে কম-বেশি সবাই মগ্ন হয়ে আছে। অফলাইনে কেউ কারও সঙ্গে ভাব বিনিময় করছে না, কথা বলছে না। অনলাইনে যেতে পারলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছে ভার্চুয়াল বা কৃত্রিম জগতে। এতে কাঁচের পর্দায় চোখ রেখে সময় কাটাতে স্বস্তিলাভ করলেও একে অপরের সাথে সশরীরে মেলামেশায় আমরা কেউ কেউ অস্বস্তিবোধ করছি।

M2 এক জরিপে দেখা যায়, ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সীরা দৈনিক গড়ে ১৫ ঘণ্টা অনলাইনে সময় কাটায়। এর ফলে নানারকম মানসিক পরিবর্তন ঘটছে তাদের মধ্যে। এসবের মধ্যে সময়জ্ঞান না থাকা, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, অফলাইনে থাকলে এক ধরনের অস্থিরতায় ভোগা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

F1 সামাজিক মাধ্যমে গভীরভাবে চিন্তা করার বা কোনো কিছু তলিয়ে দেখার সময় কারো নেই। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতেই হবে! এভাবে একটি অস্থির জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে চারপাশে। নিজের প্রচার গুরুত্ব পাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে কিছু একটা আপলোড করে বেশি সংখ্যায় ‘লাইক’ আর ‘ফলোয়ার’ পাওয়ার প্রতিযোগিতায় অনেকেই আগ্রহী। আত্মকেন্দ্রিকতাই এ প্রতিযোগিতার ফলাফল। তবে সামাজিক মাধ্যমে সফলতার পাশাপাশি অসামাজিক হতে চলেছি কিনা তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

(3 minutes and 06 seconds: tracks 52–75)

Question 04 প্রবাসে নারীর কর্মসংস্থান

M1 আজ আমরা কথা বলছি বাংলাদেশ অভিবাসী নারী কর্মী পরিষদের পরিচালক মিসেস রহমানের সাথে। আমাদের এবারের আলোচনা প্রবাসে নারীর কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে। মিসেস রহমান, আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি শুরুতে বাংলাদেশের নারীদের অভিবাসন সম্পর্কে আমাদেরকে সংক্ষেপে কিছু বলুন।

F2 বাংলাদেশের নারীদের জীবনে এমন একটা সময় ছিলো যখন কাজের উদ্দেশ্যে সীমিত পরিসরে তাঁরা বাড়ির বাইরে যেতেন। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী বাইরের কর্মজগতে যোগ দিয়েছেন, এমনকি অনেক নারী প্রবাসে গৃহকর্মী হিসেবে ও তৈরি পোশাকশিল্পেও কাজ করে যাচ্ছেন।

M1 নারী কর্মীদের প্রবাসে যাওয়াকে আপনি কেমন মনে করছেন?

F2 নারী কর্মীদের বিদেশে যাওয়াকে আমরা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক মনে করি। আজ নারীরা কাজ করতে দেশের বাইরে যাচ্ছেন এবং অবদান রাখছেন জাতীয় অর্থনীতিতে। প্রবাসে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পুরুষ কর্মীর চেয়ে নারী কর্মী পাঠানোর খরচ তুলনামূলকভাবে কম। ফলে কম সময়ে অভিবাসন ব্যয় তুলে আনা সম্ভব। অন্যদিকে কাজের ধরনের কারণে নারীদের দেশে টাকা পাঠানোর হারও বেশি।

M1 প্রবাসে নারী কর্মীরা কি কোনো ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করছেন?

F2 হ্যাঁ, প্রতিবছর নারীর কর্মসংস্থান বাড়লেও তাঁরা প্রবাসে নানা ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাঁদের কাজের পরিবেশে কার্যকর সুরক্ষাব্যবস্থা নেই। তাঁদের কেউ কেউ সেখানে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন। সেই সাথে বিদেশের শ্রমবাজারে টিকে থাকতে গিয়ে নানা হয়রানির শিকার হয়ে নারীদের দেশে ফিরে আসার সংখ্যাও কিন্তু কম নয়।

M1 প্রবাসে নারী কর্মীদের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে আপনার পরামর্শ কী?

F2 প্রবাসে নারী কর্মীদের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের দিকে লক্ষ রেখে নারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে নারীদের কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রবাসে কর্মসংস্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশে ফেরত আসা নারী কর্মীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

M1 আমাদের অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আশা করি আপনাদের উদ্যোগ সফল হবে। আপনাকে ধন্যবাদ।

F2 আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

END OF SECTION A

Section C

Listening Transcript

(3 minutes and 15 seconds: tracks 76–92)

Question 06 রাজনৈতিক দল, গণতন্ত্র ও দেশের উন্নয়ন

F1 একটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হচ্ছে রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলামী। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এসব দলের প্রথম তিনটি দলই নির্বাচিত দল হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে। এছাড়াও ক্ষমতা বদলের ধারাবাহিকতায় বিরোধী দল অথবা জোটের শরিক দল হিসেবে তাদের মতাদর্শ প্রতিফলনের সুযোগও পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান সব দলগুলো গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী।

M1 ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় প্রতিটি দলই তাদের আদর্শের ভিত্তিতে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যেমন বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, জাতীয় পার্টি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় সরকার কাঠামোয় সংস্কার এনেছে, তেমনি গত দেড় যুগ ধরে ক্ষমতায় থাকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে।

F2 গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী বললেও এসব দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বেশি দেখা যায় না। বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোতে ভাঙন ব্যতিরেকে গত ত্রিশ বছরে দলের শীর্ষ পর্যায়ে তো নয়ই, এমনকি তৃণমূল পর্যায়েও গণতান্ত্রিক উপায়ে নেতৃত্বের বদল চোখে পড়েনি। ব্যক্তি এবং পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতির মাধ্যমেই দলগুলো পরিচালিত হচ্ছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল ক্ষমতায় গেলে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির চর্চা ব্যাহত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

M2 রাজনৈতিক দলের এমন আচরণ ‘গণতন্ত্র’ ধারণাটিকে বদলে করেছে ‘দলতন্ত্র’। এই দলতন্ত্রে জনগণ নীরব দর্শকের ভূমিকায় আর রাজনৈতিক দল জনগণের প্রতিনিধিত্বহীন দলীয় স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। রাজনৈতিক দলের মধ্যেই যদি গণতন্ত্র না থাকে, তাহলে সে দলের শাসনে গণতন্ত্রের চর্চার প্রতিফলন দেখা যাবে না। দলগুলো যে আদর্শে বিশ্বাসী, তা প্রথমে নিজেদের মেনে চলতে হবে। বিভিন্ন সময়ের ভোটারবিহীন একদলীয় সাধারণ নির্বাচন, নজিরবিহীন অনিয়মের নির্বাচনের কারণে দেশে গণতন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা নিচের দিকে।

END OF RECORDING

There are no questions printed on this page

There are no questions printed on this page

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2023 AQA and its licensors. All rights reserved.